

“মনই চিন্তা এবং কর্মের জননী”

মনই চিন্তা এবং কর্মের জননী”

শাস্ত্র অনুসারে মানব দেহেরে সুষুমনা নাড়িরি অভ্যন্তরে বজ্র নাড়ি এবং বজ্র নাড়িরি অভ্যন্তরে চিত্রানী নাড়ি এবং চিত্রানী নাড়িরি অভ্যন্তরে মনপুর চক্র/ নাভপিদ্মেরে অভ্যন্তরে কর্ণিকা মধ্যে “মন” নামক অতসূক্ষ্ম কনা অবস্থতি, যার আয়তন - বর্তমানে আবিস্কৃত একটি পরমাণুর অভ্যন্তরে অবস্থতি এক ইলেকট্রন কণার আয়তন এর -48 তম অতসূক্ষ্মতম কনা অর্থাৎ একটা ইলেকট্রন কণাকে যদি সমান পরিমাণে 48 ভাগ করি তাহলে সেই 48 ভাগেরে এক ভাগ আয়তন হবে মনরে। এই “মন” প্রত্যেকে মানব শরীরেরে মধ্যে চিন্তা এবং কর্ম উৎপন্নকারী অথবা মনকে চিন্তা এবং কর্মেরে জননী ধরা হয়, যা আসলে বিশ্বমনেরে একটা অংশ। নাভপিদ্মেরে অভ্যন্তরে কর্ণিকা মধ্যে “মন” থেকে উৎপন্ন প্রতিটি চিন্তার তরঙ্গকে শাস্ত্রীয় ভাষায় স্ফুট বলে ।

